সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.msw.gov.bd

স্মারক নং-৪১.০০.০০০০.০১৬.২৩.০০৪.১৮-২১৮

তারিখ: ০৯ পৌষ, ১৪২৫ / ২৩ ডিসেম্বর, ২০১৮

বিজ্ঞপ্তি

উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, সরকার এতদসংগে সংযুক্ত 'মাদার অব হিউম্যানিটি সমাজকল্যাণ পদক নীতিমালা-২০১৮' অনুমোদন করেছেন। তা এতদ্বারা প্রকাশ করা হলো।

০২। 'মাদার অব হিউম্যানিটি সমাজকল্যাণ পদক নীতিমালা-২০১৮' অবিলম্বে কার্যকর হবে।

সংযুক্তঃ (ক) বর্ণনা মোতাবেক।
(খ) সফট কপি, ১ (এক) টি সিডি

(ড. মো: আবুল হোসেন)
উপসচিব
ফোন: ৯৫১৪০৯৩
Email: abulhrd66@gmail.com

উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা।

বিজ্ঞপ্তিটি জরুরি ভিত্তিতে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশপূর্বক গেজেট আকারে ৩০০ (তিনশত) কপি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

অনুলিপি: জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
২। উপসচিব (প্রশাসন-৩), সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। অতিরিক্ত সচিব (বাজেট, কার্যক্রম ও মূল্যায়ন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। অতিরিক্ত সচিব (বাজেট ও ব্যবস্থাপনা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা,সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

মাদার অব হিউম্যানিটি সমাজকল্যাণ পদক নীতিমালা-২০১৮

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

'মাদার অব হিউম্যানিটি সমাজকল্যাণ পদক নীতিমালা-২০১৮'

১. এ নীতিমালা 'মাদার অব হিউম্যানিটি সমাজকল্যাণ পদক নীতিমালা-২০১৮' নামে অবহিত হবে।

২. পদকের নামঃ মাদার অব হিউম্যানিটি সমাজকল্যাণ পদক (Mother of Humanity Social Welfare Award)

৩. **'মাদার অব হিউম্যানিটি সমাজকল্যাণ পদক'**প্রদানের পটভূমি:

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, ''আমার জীবনের একমাত্র কামনা, বাংলাদেশের মানুষ যেন তাদের খাদ্য পায়, আশ্রয় পায় এবং উন্নত জীবনের অধিকারী হয়।'' তিনি ১৯৭২ সালের সংবিধানে ১৫ (ঘ) অনুচ্ছেদে "সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতাপিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্য লাভের অধিকার" সংযুক্ত করে সামাজিক নিরাপত্তাকে রাষ্ট্রিয় কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত করেন।সমাজকল্যাণমন্ত্রণালয়সমাজের ঝুঁকিতে থাকা বয়স্ক, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা, প্রতিবন্ধী, প্রান্তিক ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সামাজিক সুরক্ষা ও জীবনমান উন্নয়নেরলক্ষ্যে মানববৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকার সুরক্ষা ও সামাজিক কল্যাণে ব্যক্তি এবং প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে বাংলাদেশে সমাজসেবামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

এরই ধারাবাহিকতায়, জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আন্তরিক উদ্যোগে ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে দেশে প্রথমবারের মতো বয়স্কভাতা এবং ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরে বিধবা, স্বামী নিগৃহীতা, মুক্তিযোদ্ধা সম্মাণী ইত্যাদি নানা প্রকার সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি শুরু করা হয়। বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দ্বিতীয় মেয়াদে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র, প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি, হিজড়া, বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন, চা-শ্রমিক, ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস ও জন্মগত হৃদরোগীদের আর্থিক সহায়তা, দরিদ্র রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম সম্প্রসারণ করে ৪১৯টি উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স রোগী কল্যাণ সমিতি গঠন ও নিবন্ধন প্রদান , ভিক্ষুক পুনর্বাসন, বাল্য বিবাহ রোধ, সরকারি চাকরিতে প্রতিবন্ধী কোটা চালু, প্রতিবন্ধী মানুষের শিক্ষা, কর্মসংস্থান, চলাফেরা, যোগাযোগ সহজ করা এবং তাদের সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া, পথশিশুদের পুনর্বাসন ও নিরাপদ আবাসনের ব্যবস্থা করা এবং দারিদ্র্য নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত অতি দরিদ্রদের জন্য টেকসই সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে তোলা,প্রতিবন্ধী মোবাইল থেরাপী ভ্যানসহ নানাবিধ সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।এছাড়াও, জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল, ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) আইন-২০১১, শিশু আইন-২০১৩, পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন-২০১৩, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০১৩, নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন-২০১৩ প্রণয়নসহ বিভিন্ন কৌশলগত সংস্কার করে দেশকে কল্যাণ রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠায় প্রভূত অগ্রগতি হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশে ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ক্রীড়ার উন্নয়নে বিভিন্ন প্রণোদনা প্রদানসহ আন্তরিক সমর্থন ও উৎসাহ প্রদান করে যাচ্ছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশক্রমে জাতীয় সংসদ ভবনের পশ্চিম পার্শ্বে ৪.১৬ একর জমি শুধুমাত্র প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী ও প্রতিবন্ধী ক্রীড়াবিদদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য খেলার মাঠ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

একবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে সারা পৃথিবীতে বাস্তুচ্যুত শরণার্থীরা আশ্রয় ও জীবিকার সন্ধানে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সাগরতীরে বা ভিন্ন দেশের সীমান্তে আশ্রয় লাভের আকুতি নিয়ে অসহায় অবস্থায় দিনযাপন করছে। উন্নত দেশের রাষ্ট্র নায়করাসহ জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশন যখন শরণার্থী ব্যবস্থাপনায় হিমশিম খাচ্ছে, তখন, বিশ্ববাসীকে তাক লাগিয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী, জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা –"প্রয়োজনে একবেলা খেয়ে থাকব", এ দৃঢ় প্রত্যয়ে বলীয়ান হয়ে মিয়ানমার থেকে আগত শরণার্থীর ঢলকে বিশাল জনসংখ্যার ছোট্ট আয়তনের বাংলাদেশের ভূখণ্ডে আশ্রয়সহ মানবিক বিপর্যয়রোধে সকল উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং প্রায় ১১ লাখ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে সার্বিক সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানে সক্ষম হয়েছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এ মানবিক মহান উদ্যোগ আজ সারা বিশ্বে "মাদার অব হিউম্যানিটি" হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

এছাড়াও তিনি প্ল্যানেট ৫০-৫০ চ্যাম্পিয়ন, এজেন্ট অব চেঞ্জ, হুপে-বোয়ানি শান্তি পুরস্কার, মাদার তেরেসা, এম কে গান্ধী, শান্তিরবৃক্ষ, সাউথ সাউথ এবং চ্যাম্পিয়ন অব দ্যা আর্থ পুরষ্কারে ভূষিত হয়েছেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এ মহান উদ্যোগ দেশের জনগণ ও সমাজসেবার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার মাধ্যমে দেশের মানুষের মাঝে মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করে সকলকে মানবতার কাজে নিবেদিত করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এ মহান উদ্যোগ বাস্তবায়নে যোগ্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান,স্বেচ্ছাসেবী ব্যক্তি ও সংস্থা চিহ্নিত করে প্রণোদনা প্রদান করা গেলে দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে সমাজকল্যাণমূলক কর্মকান্ডে কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি পাবে এবং সরকারের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সহায়ক হবে।

জাতীয় পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধ, শিক্ষা, কৃষি, সংস্কৃতি, সাহিত্য, সাংবাদিকতা প্রভৃতি নানা বিষয়ে পদকের ব্যবস্থা থাকলেও সমাজকল্যাণে বিশেষ অবদানের জন্য কোন পদক নেই। সমাজকল্যাণ ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় বিশেষ আগ্রহ ও স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে 'মাদার অব হিউম্যানিটি সমাজকল্যাণ পদক'চালু করা হলে প্রধানমন্ত্রীর মানবকল্যাণে তাঁর উল্লেখিত কর্মে উংসাহিত হয়ে মানব উন্নয়ন ও কল্যাণে নিবেদিত মানুষ উজ্জীবিত হবে। মানবতার উন্নয়নে সমাজসেবা, সমাজকল্যাণ ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় বিশেষ অবদানের জন্য 'মাদার অব হিউম্যানিটি সমাজকল্যাণ পদক'জাতীয় পদক হিসেবে গণ্য হবে।

৪. 'মাদার অব হিউম্যানিটি সমাজকল্যাণ পদক' প্রদানের ক্ষেত্র:

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ও গৌরবজ্জ্বল ভূমিকার জন্য 'মাদার অব হিউম্যানিটি সমাজকল্যাণ পদক' প্রদান করা হবে-

৪.১ বয়স্কা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাদের এবং পরিবারবিহীন বয়স্ক পুরুষদের কল্যাণ ও পুনর্বাসনে অবদান;

৪.২ প্রান্তিক, অনগ্রসর ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সামাজিক সুরক্ষা, আত্মনির্ভরশীলকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি;

৪.৩ প্রতিবন্ধী ও নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণ, জীবনমান উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, ইনক্লুসিভ শিক্ষা বাস্তবায়ন ও সামাজিক সুরক্ষায় উল্লেখযোগ্য অবদান;

৪.৪ সুবিধাবঞ্চিত, আইনের সংস্পর্শে আসা, আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশু, কারামুক্ত কয়েদি, ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তিদের কল্যাণ, উন্নয়ন ও পুনএকত্রীকরণ;

৪.৫ কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের এমন কোন কর্ম যা সমাজের মানুষের মেধা ও মননের বিকাশ, জীবনমান ও পরিবেশের উন্নয়ন, সমাজবদ্ধ মানুষের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়ন ও সর্বোপরি মানবকল্যাণ ও মানবতাবোধে সমাজ বা রাষ্ট্রকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করার কার্যক্রমসমূহ।

৫. পদক প্রাপ্তির যোগ্যতা (Criteria)

৫.১ ব্যক্তি পর্যায়ে-

৫.১.১ এ পদকের জন্য মনোনীত ব্যক্তিকে অবশ্যই বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে;

৫.১.২ চারিত্রিক গুণাবলী ও দেশাত্ববোধে অনন্য হতে হবে;

৫.১.৩ পদক প্রদানের জন্য ব্যক্তির সামগ্রিক জীবনের কৃতিত্ব ও অবদানকে গুরুত্ব প্রদান করা হবে।

৫.২ বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে-

৫.২.১ 'স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (রেজিস্ট্রেশন ও নিয়ন্ত্রন) অধ্যাদেশ, ১৯৬১' অনুযায়ী নিবন্ধীত হতে হবে;

৫.২.২ প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা পর্ষদ ও সাধারণ সদস্যদের নিজস্ব তহবিলে পরিচালিতহবে;

৫.২.৩ অলাভজনক, অরাজনৈতিক, স্বেচ্ছাসেবী কর্মকান্ড পরিচালনায় অনন্য হতে হবে;

৫.২.৪ স্থানীয় চাহিদা ও সামর্থ্য বিবেচনায় মানব সম্পদকে দক্ষ, আত্মনির্ভরশীল ও আত্মপ্রত্যয়ী হিসেবে গড়ে তুলতে উল্লেখযোগ্য অবদান থাকতে হবে।

৫.৩ সরকারি দপ্তর, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে-

মন্ত্রণালয়/বিভাগ, মন্ত্রণালয়/বিভাগের অধীন দপ্তর, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান এ পদক প্রাপ্তির জন্য আবেদন করতে পারবে।

৬.পদক প্রাপ্তির অযোগ্যতা-

৬.১ রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপে/ ফৌজদারি আইনে শাস্তি প্রাপ্ত বা অভিযুক্ত বা ফৌজদারি অপরাধে দন্ডিত বা দেউলিয়া কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এ পদক প্রাপ্তির জন্য বিবেচিত হবেন না।

৬.২ একবার পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান পরবর্তী ১০ (দশ) বছরে একই বিষয়ে পুনরায় পদকের জন্য বিবেচিত হবেন না।

৭. পদক সংখ্যা

প্রতি বৎসর 'মাদার অব হিউম্যানিটি সমাজকল্যাণ পদক' এর সংখ্যা অনুচ্ছেদ ৪ এ বর্ণিত ক্ষেত্রেসমূহে ব্যক্তি /সংস্থা/প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে মোট ৫টি হবে। তবে, উল্লেখ থাকে যে, সরকার প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কোন বৎসর উপযুক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান না পেলে পদক সংখ্যা হ্রাস করতে পারবে।

৮. 'মাদার অব হিউম্যানিটি সমাজকল্যাণ পদক' প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ ও সংস্থা/প্রতিষ্ঠানকে প্রদেয় বিষয়াদি

৮.১ ১৮ (আঠার) ক্যারেট মানের ২৫ (পঁচিশ) গ্রাম স্বর্ণ দ্বারা নির্মিত একটি পদক;

৮.২ 'মাদার অব হিউম্যানিটি সমাজকল্যাণ পদক' এর একটি রেপ্লিকা;

৮.৩ ব্যক্তি পর্যায়ে ২,০০,০০০ (দুই লাখ) এবং দপ্তর, সংস্থা/প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে ২,০০,০০০ (দুই লাখ) টাকা (ক্রসড চেক এর মাধ্যমে প্রদেয়);

৮.৪ একটি সম্মাননা সনদ।

৯. পদক প্রদান কর্মসূচির ব্যয়:

পদক প্রদান কর্মসূচির জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বাজেটে প্রতিবছর বরাদ্দ নির্ধারিত থাকবে।

১০.মনোনয়ন প্রক্রিয়া

১০.১ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় পূর্ববর্তী বছরের অবদানের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে মনোনয়ন আহবান করবে;

১০.২ মনোনয়ন আহবানের জন্য ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় বহুল প্রচারের ব্যবস্থা করা হবে; সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধিনস্ত সমাজসেবা অধিদফতরসহ অন্যান্য সংস্থার ওয়েবসাইটে এ সংক্রান্ত সকল তথ্য প্রকাশ করা হবে;

১০.৩ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এর মাঠপর্যায়ে অবস্থিত জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ে আবেদন দাখিল করতে হবে;

১০.৪ জেলা সমাজসেবা কার্যালয় জেলা বাছাই কমিটিতে প্রাথমিক বাছাইপূর্বক প্রতিটি পুরষ্কারের বিপরীতে সর্বোচ্চ ২টি করে মোট ১০ টি নাম সুপারিশসহ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জাতীয় কমিটিতে প্রেরণ করবে;

১০.৫ মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্যায়ের মনোনয়ন প্রেরণের ক্ষেত্রে সরাসরি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বাছাই কমিটিতে প্রেরণ করতে হবে;

১০.৬ মনোনয়নের সাথে জনসেবার মান উন্নয়নের জন্য অনুসৃত সৃষ্টিশীল পদ্ধতি, সময় এবং কী পরিস্থিতিতে কার্যক্রমটি সম্পাদিত হয়েছিল তা উল্লেখ থাকতে হবে। এ ক্ষেত্রে কর্মসম্পাদনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিদের/প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্টতার সুনির্দিষ্ট বিবরণও থাকতে হবে;

১০.৭ মনোনয়নের স্বপক্ষে কার্যক্রম/প্রকল্প/কর্মসূচির পটভূমি, উদ্দেশ্য ও অগ্রাধিকার, বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত কৌশল, ব্যবহৃত সেবা পদ্ধতি, বাস্তবায়নকাল, অসাধারণ অর্জন ও ফলাফল, ইতিবাচক পরিবর্তন ও প্রভাব, টেকসই এবং সর্বোপরি এ প্রক্রিয়ায় মনোনীত ব্যক্তি/ব্যক্তিদের/প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা এবং সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কিত প্রমাণাদি থাকতে হবে;

১০.৮ সকল মনোনয়ন প্রেরণের ক্ষেত্রে অবশ্যই নির্ধারিত ছক ব্যবহার করতে হবে (সংযোজনী-ক)।

১১. মনোনয়ন বাস্তবায়ন সময়সূচি

১১.১ পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী অর্থবছরের (জুলাই-জুন) কর্মকান্ড বিবেচনায় নেয়া হবে এবং এ প্রক্রিয়া সম্পাদনের সময়সূচি নিম্নরূপ হবে:

কর্মসূচি	নির্ধারিত সময়সীমা
(ক) মনোনয়ন আহবান	৫ জুলাই
(খ) জেলা পর্যায়ের কমিটিতে আবেদন গ্রহণ	৩১ জুলাই
(গ) জেলা কমিটিতে মনোনয়ন চূড়ান্তকরণ	১৭ আগস্ট
(ঘ) জেলা কমিটি কর্তৃক মন্ত্রণালয়ে মনোনয়ন সুপারিশ প্রেরণ	৩১ আগস্ট
(ঙ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্যায়ে সরকারি প্রতিষ্ঠান মনোনয়ন চূড়ান্তকরণ	২০ আগস্ট
(চ) জাতীয় কমিটি কর্তৃক মনোনয়ন চূড়ান্তকরণ	১৫ অক্টোবর
(ছ) জাতীয় কমিটি কর্তৃক চূড়ান্ত মনোনয়ন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ	৩১ অক্টোবর
(ঝ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনয়ন অনুমোদনক্রমে পদক ঘোষণা	০২ জানুয়ারি

১২. প্রাথমিক বাছাই কমিটি

১২.১ জেলা পর্যায়-

(ক)	জেলা প্রশাসক	- সভাপতি
(খ)	সিভিল সার্জন	- সদস্য
(গ)	উপপরিচালক কৃষি সম্প্রসারণ	- সদস্য
(ঘ)	জেলা শিক্ষা অফিসার	- সদস্য
(ঙ)	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	- সদস্য
(চ)	জেলা তথ্য অফিসার	- সদস্য
(ছ)	সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
(জ)	স্থানীয় গণমান্য ব্যক্তি (রাজনীতি সংশ্লিষ্ট) (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
(ঝ)	স্থানীয় গণমান্য ব্যক্তি (সমাজসেবা সংশ্লিষ্ট) (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	-সদস্য
(ঞ)	স্থানীয় গণমান্য ব্যক্তি (জনসেবার জন্য বিখ্যাত ও নিবেদিত) (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
(ত)	প্রেসক্লাবের সভাপতি/সম্পাদক	- সদস্য
(থ)	সভাপতি, চেম্বার অব কমার্স	- সদস্য
(দ)	উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়	-সদস্য সচিব

১২.১.১ জেলা কমিটির কর্মপরিধি-

(ক) প্রস্তাবিত ব্যক্তি ও সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের তথ্যাদি যাছাই বাছাইক্রমে নির্ধারিত ছক মোতাবেক প্রাথমিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত;

(খ) প্রাথমিক প্রার্থী নির্বাচন কমিটি জাতীয় কমিটির বিবেচনার জন্য প্রাথমিক তালিকা প্রস্তাব করবে;

(গ) সভা অনুষ্ঠানসহ সকল কার্যাদি সম্পন্ন করে ৩১ আগস্ট এর মধ্যে প্রতিটি পুরস্কারের বিপরীতে সর্বোচ্চ ২টি করে মোট ১০ টি নাম সুপারিশসহ প্রস্তাব জাতীয় কমিটির নিকট প্রেরণ করবে;

(ঘ) উপযুক্ত প্রার্থীর অভাব হলে পদক প্রদানের সুপারিশকালে বিগত বছরের সুপারিশপ্রাপ্ত কিন্তু পদক পাননি এমন ব্যক্তিদের বিষয় বিবেচনা করতে পারবে;

(ঙ) তৃণমূল ও প্রান্তিক পর্যায়ের অবহেলিত, অনগ্রসর, পশ্চাদপদ এলাকার উপযুক্ত ব্যক্তি বা সংস্থাকে অগ্রাধিকার প্রদানের বিষয় বিবেচনা করতে হবে।

১৩. **জাতীয় কমিটি-**

(ক)	মাননীয় সর্বজ্যেষ্ঠ মন্ত্রী	সভাপতি
(খ)	মাননীয় মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী ,সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	-সদস্য
(গ)	সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ,স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(ঘ)	সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(ঙ)	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(চ)	সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(ছ)	সচিব,স্থানীয় সরকার বিভাগ	-সদস্য
(জ)	সচিব, সংস্কার ও সমন্বয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	- সদস্য
(ঝ)	সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(ঞ)	সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(ত)	সভাপতি কর্তৃক মনোনীত ২(দুই) জন বিশিষ্ট ব্যক্তি	-সদস্য
(থ)	মহাপরিচালক,সমাজসেবা অধিদফতর	-সদস্য
(দ)	অতিরিক্ত সচিব (বাজেট,কার্যক্রম ও মূল্যায়ন), সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	- সদস্য সচিব

১৩.১ জাতীয় কমিটির কর্মপরিধি-

(ক) জেলা পর্যায় থেকে প্রস্তাবিত ব্যক্তি ও সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের তথ্যাদি যাছাই বাছাইক্রমে নির্ধারিত ছক মোতাবেক চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত;

(খ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে সরাসরি প্রাপ্ত আবেদন পত্রসমূহ যাচাই বাছাইপূর্বক মূল্যায়ন;

(গ) জাতীয় কমিটি ৩১ অক্টোবরের মধ্যে সভা অনুষ্ঠানসহ সকল কার্যাদি সম্পন্ন করে তালিকা প্রস্তুত করত: জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বিবেচনার জন্য প্রস্তাব প্রেরণ;

(ঘ) উপযুক্ত প্রার্থীর অভাব হলে পদক প্রদানের সুপারিশকালে বিগত বছরের সুপারিশপ্রাপ্ত কিন্তু পদক পাননি এমন ব্যক্তিদের বিষয় বিবেচনা করা যাবে;

(ঙ) তৃণমূল ও প্রান্তিক পর্যায়ের অবহেলিত, অনগ্রসর, পশ্চাদপদ এলাকার উপযুক্ত ব্যক্তি বা সংস্থাকে অগ্রাধিকার প্রদানের বিষয় বিবেচনা করা যাবে।

১৪. **তালিকা চুড়ান্তকরণ**

১৪.১ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় জাতীয় কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত তালিকা সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি ও প্রমাণকসহ ৩১ অক্টোবর মধ্যে জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বিবেচনার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করবে;

১৪.২ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে তালিকা প্রেরণকালে জাতীয় সমাজসেবা পদকের জন্য সুপারিশকৃত বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের বিস্তারিত অবদানের ক্ষেত্র সম্পর্কে তথ্যাদি থাকতে হবে;

১৪.৩ জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সুপারিশ এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে জাতীয় সমাজসেবা পদক প্রদানের বিষয়টি চূড়ান্ত করা হবে;

১৪.৪ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পদকপ্রাপ্তদের নাম অনুমোদনের পরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে নির্বাচিত ব্যক্তিদের মতামত/সম্মতি গ্রহণ করতে হবে। পদকের জন্য নির্বাচিত কোন ব্যক্তি বা সংস্থা/প্রতিষ্ঠান পদক গ্রহণে অপারগতা প্রকাশ করলে উক্ত নির্বাচিত ব্যক্তি বা সংস্থা/প্রতিষ্ঠান এর নাম পদক প্রাপ্তদের চূড়ান্ত তালিকায় অন্তর্ভূক্ত হবে না এবং পদকপ্রাপ্ত হিসেবে নাম ঘোষণা হবে না;

১৪.৫ সকল কার্যক্রম সম্পন্নের পর এবং পদক প্রদান সংক্রান্ত পুরস্কার প্রদানের পূর্বে গণমাধ্যমে নির্বাচিত ব্যক্তিদের নাম প্রকাশ করা হবে;

১৪.৬ মরণোত্তর পদক প্রদানের ক্ষেত্রে অথবা পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তির শারীরিক অসুস্থতার কারণ বা অন্য কারণে পদক বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে অসামর্থহলে তাঁর মনোনীত উপযুক্ত উত্তরাধিকারী/প্রতিনিধি পদক গ্রহণ করতে পারবেন;

১৪.৭ পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তি বিদেশে অবস্থান করলে এবং উপযুক্ত উত্তরাধিকারী/প্রতিনিধির নাম মনোনয়ন না করলে পরবর্তী বছর পদক গ্রহণ করতে পারবেন।

১৫. প্রতিবছর ০২ জানুয়ারি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত 'জাতীয় সমাজসেবা দিবস' অনুষ্ঠানে এই পদক প্রদান করা হবে।

১৬. এই নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হবে এবং ইতোপূর্বে জারিকৃত এতদসংক্রান্ত কোন নির্দেশাবলী থাকলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে।

২৬.০২.২০১৮

সংযোজনী-ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.msw.gov.bd

'মাদার অব হিউম্যানিটি সমাজকল্যাণ পদক'মনোনয়ন ছক

১।	যে শ্রেণিতে পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন সুপারিশ করা হচ্ছে [প্রযোজ্য শ্রেণীতে টিক (∞) চিহ্ন দিন]	
১.১	বয়স্কা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাদের এবং পরিবারবিহীন বয়স্ক পুরুষদের কল্যাণ ও পুনর্বাসনে অবদান;	☐
১.২	প্রান্তিক, অনগ্রসর ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সামাজিক সুরক্ষা, আত্মনির্ভরশীলকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি;	☐
১.৩	প্রতিবন্ধী ও নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণ, জীবনমান উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, ইনক্লুসিভ শিক্ষা বাস্তবায়ন ও সামাজিক সুরক্ষায় উল্লেখযোগ্য অবদান।	☐
১.৪	সুবিধাবঞ্চিত, আইনের সংস্পর্শে আসা, আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশু, কারামুক্ত কয়েদি, ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তিদের কল্যাণ, উন্নয়ন ও পুনএকত্রীকরণ।	☐
১.৫	কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের এমন কোন কর্ম যা সমাজের মানুষের মেধা ও মননের বিকাশ, জীবনমান ও পরিবেশের উন্নয়ন, সমাজবদ্ধ মানুষের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়ন ও সর্বোপরি মানবকল্যাণ ও মানবতাবোধে সমাজ বা রাষ্ট্রকেই তিবাচকভাবে প্রভাবিত করে।	☐
২।	মনোনীত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্য	
	ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম:	
	যোগাযোগ ঠিকানা:	
	ফোন :দাপ্তরিক/ আবাসিক	
	মোবাইল ,ফ্যাক্স নম্বর, ই-মেইল:	
	বয়স:	
	শিক্ষাগত যোগ্যতা:	
	প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট পেইজ:	
৩।	মনোনয়ন প্রদানকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্য	
	ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম:	
	যোগাযোগ ঠিকানা:	
	ফোন: দাপ্তরিক /আবাসিক	

	মোবাইল ,ফ্যাক্স নম্বর ,ই-মেইল	
	প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট পেইজ:	
৪।	যে সেবা/উদ্যোগ/প্রকল্প/ধারণার জন্য মনোনয়ন দেয়া হচ্ছে তার নাম:	
৫।	সুপারিশকৃত মনোনয়নের প্রকৃতি নীতিমালায় বর্ণিত যে বিষয়ের (নীতিমালার ৪ অনুচ্ছেদ) অন্তর্গত তার উল্লেখ করুন	
৬।	সুপারিশকৃত মনোনয়ন নীতিমালায় (নীতিমালার ৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী) বর্ণিত কোন্ কোন্ ইতিবাচক অবদান রাখছে তা উল্লেখ করুন	
৭।	অর্জিত সুফল পরিমাপের জন্য মনোনীত সেবা/প্রকল্প/উদ্যোগের কোন স্বাধীন সংস্থা কর্তৃক অডিট/পরিমাপ/যাচাই হয়েছে কিনা?	
৮।	হ্যাঁ/না	
৯।	উত্তর হ্যাঁ হলে অডিট রিপোর্টের মন্তব্য সংযুক্ত করুন:	
১০।	অডিট/পরিমাপ/যাচাইকারী প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগের ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর:	
১১।	বিবেচ্য সেবা/উদ্যোগ/মনোনীত ব্যক্তি/দল/প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক কোন সংস্থা কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছে কিনা ?	
১২।	হয়ে থাকলে অনুর্ধ্ব ১০০ শব্দের মধ্যে তার বিবরণ, স্বপক্ষে দাখিলকৃত কাগজপত্রাদি (অনধিক ৫ পৃষ্ঠা) সংযুক্ত করুন।	
১৩।	অনধিক ২৫০ শব্দের মধ্যে মনোনয়নের স্বপক্ষে নিম্নলিখিত বিষয় সম্বলিত একটি ধারণাপত্র সংযুক্ত করুন .	
১৩.১।	প্রেক্ষাপট	
১৩.২.।	অগ্রাধিকার ও উদ্দেশ্যসমূহ	
১৩.৩।	ব্যবহৃত সৃজনশীল পদ্ধতিসমূহ	
১৩.৪।	সেবা/প্রকল্প/ উদ্যোগের শুরু/বাস্তবায়নের সময়কাল	
১৩.৫।	সেবা/প্রকল্প/উদ্যোগের ফলে সৃষ্ট প্রভাব/পরিবর্তন	
১৩.৬।	অসাধারণ অর্জন (প্রতিটি চিহ্নিত প্রভাবকে ব্যাখার জন্য ১৫০ শব্দের মধ্যে বিবরণ দিন)	
১৩.৭।	সেবা/প্রকল্প/উদ্যোগ মনোনীত ব্যক্তি/দল/প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা/সম্পৃক্ততার ধরণ ; এবং	
১৩.৮।	টেকসই অবস্থা	
১৪।	অনধিক ১০০ শব্দের মধ্যে মনোনয়নের স্বপক্ষে একটি বিবরণ প্রদান করুন।	
	মনোনয়ন প্রেরণকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও পদবি	

জাতীয় পর্যায়ে 'মাদার অব হিউম্যানিটি সমাজকল্যাণ পদক' প্রদানে সম্ভাব্য ব্যয়

উপকরণ	ইউনিট	ইউনিট প্রতি ব্যয়	মোট ব্যয়
১৮ ক্যারেট মানের ২৫ গ্রাম স্বর্ণ দ্বারা নির্মিত পদক (ভেলভেটের কাপড়ে মোড়ানো বাক্স)	৫ টি	২০,০০০/-	২০,০০০ X৫ =১,০০,০০০/-
সনদ বাবদ ব্যয়	৫ টি	৫০০/-	৫০০ X৫ =২,৫০০/-
পদকপ্রাপ্তদের জন্য নগদ আর্থিক পুরস্কার	৫ টি	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০ X৫ =১০,০০,০০০/-
যাতায়াত	৩ টি মাইক্রোবাস	৩,০০০/-	৩,০০০ X ৩ = ৯,০০০/-
পদক প্রদান অনুষ্ঠানের মঞ্চ ও মিলনায়তন সজ্জা বাবদ	-	-	৬,০০,০০০/-
আমন্ত্রণ পত্র বিতরণ, চিঠি-পত্র বিলি, যাতায়াত, ঘোষকের সম্মানী, ক্বারীর সম্মানী এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারিদের পারিশ্রমিক ইত্যাদি বাবদ	-	-	৫০,০০০/-
বিভিন্ন সভার আপ্যায়ন, নাস্তা, সংশ্লিষ্ট কাজের জরুরি খরচ ইত্যাদি বাবদ	-	-	৫০,০০০/-
স্টেশনারি দ্রব্যাদি ক্রয় বাবদ	-	-	২০,০০০/-
পদক বিতরণ অনুষ্ঠানের বিভিন্ন অনির্দিষ্ট জরুরি ব্যয়	-	-	৩০,০০০/-
আমন্ত্রণ পত্র মুদ্রণ ও পদকপ্রাপ্তদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি মুদ্রণ বাবদ খরচ	-	-	৭০,০০০/-
পদক প্রদান অনুষ্ঠানের দিনে আপ্যায়ন	-	-	২,৭০,০০০/-
পদক প্রদান অনুষ্ঠানের অপ্রত্যাশিত ব্যয়	-	-	৫০,০০০/-
সর্বমোট ব্যয়			**২২,৫১,৫০০/-**